যুগান্তর

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

অবৈধ নিয়োগ ও পদোন্নতিপ্রাপ্তরা এখনও বহাল তবিয়তে

দুমকি প্রতিনিধি

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অপসারিত উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুমের বিধিবহির্ভূত নিয়োগ ও পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন জেগেছে। রাজনৈতিক বিবেচনায় এবং বে-আইনি নিয়োগ ও পদোন্নতি পাওয়া শিক্ষক, কর্মকর্ত ও কর্মচারীরা বহাল থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হতে পারেন বলে একাধিক শিক্ষক মত প্রকাশ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ড. আবদুল লতিফ মাসুম ৩৪ জন প্রভাষক, একজন সহকারী অধ্যাপক, বিভিন্ন পদে ২১ জন কর্মকর্তা ও ৬৫ জন কর্মচারীসহ মোট ১৭০ জনেরও বেশি শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দিয়েছেন। এর প্রতিটি নিয়োগে লেনদেন হয়েছে লাখ লাখ টাকা। নিজের নিয়োগ-বাণিজ্য ঠিক রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রিজেন্ট বোর্ডের একাধিক সদস্যের আত্মীয়-স্বজনকেও চাকরি দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গানোগ্রামে সরকার ও রাজনীতি এবং ব্যবসায় প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা অনুষদে ল্যাঙ্গুয়েজ এন্ড কমিউনিকেশন বিভাগ নামে কোন বিভাগ না থাকলেও ড. মাসুম এ বিভাগ দুটিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রশিবির কর্মী আবুল বাশার খান নিউটন ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্রশিবির সভাপতি জিল্লুর রহমানকে ২০০৭ এর শুরুতে নিয়োগ প্রদান করেছেন। একটি বেসরকারি কলেজের প্রভাষক এম ফয়সাল বারীর পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে কোন ধরনের অভিজ্ঞতা না থাকার পরও ৩৭ বছর বয়সের বারীকে সহকারী পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদে মাসুদুর রহমান ও কামাল হোসেন চৌধুরী নামে দু'জন প্রভাষককে নিয়োগবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জিপিএ ৩.৫০ না থাকার পরও শুধু সাবেক ছাত্রশিবির কর্মী হওয়ায় নিয়োগ প্রদান করেন ড. মাসুম। সূত্রটি আরও জানায়, দলীয় বিবেচনায় পটুয়াখালী জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর মাওলানা ফকরউদ্দিন খান রাজীর স্ত্রী মোহসিনা আকতার জাহানকে শাখা কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগের পাশাপাশি বিধিবহির্ভূতভাবে সাবেক ডিসি কর্মরতদের পদোন্নতি ও পদোন্নয়ন করেছেন। সাবেক কৃষি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎসহ বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে চারবার বরখাস্ত হওয়া অফিস সুপার আবদুল হাকিম খানকে তিনি ৩ হাজার ৪০০ টাকার স্কেল থেকে ১১ হাজার টাকা স্কেলে পদোন্নতি দিয়ে সহকারী রেজিস্ট্রার বানিয়েছেন। উচ্চমান সহকারী হিসেবে খণ্ডকালীন নিয়োগ পাওয়া সাবেক দুমকি উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি খাইরুল বাশার মিয়াকে ৪ ধাপ উপরের স্কেলে প্রশাসনিক কর্মকর্তা বানিয়ে একান্ত সহকারী (পিএ) হিসেবে ভিসি ড. আবদুল লতিফ মাসুম নিয়োগ দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা অনুষদের ডিন এবং কৃষিতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আ.ক.ম মোস্তফা জামান বলেন, আবর্জনা আবর্জনাই সৃষ্টি করতে পারে। বিধিবহির্ভূতভাবে নিয়োগ ও পদোন্নতির অভিযোগ থাকার খবর অবশ্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সুখকর নয়। যার দীর্ঘমেয়াদি ফল বিশ্ববিদ্যালয়কেই ভোগ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুনর রশিদ মোবাইল ফোনে যুগান্তরকে বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েছি মাত্র একদিন হয়েছে। এমন কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেলে অবশ্যই কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবে। তবে কোন উড়ো কিংবা বেনামি অভিযোগ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক-নজরুল ইসলামের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ না হয়েও রাজনৈতিক বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভঙ্গ করে নিয়োগের ফলেই উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল লতিফ মাসুম অপসারিত হয়েছেন।

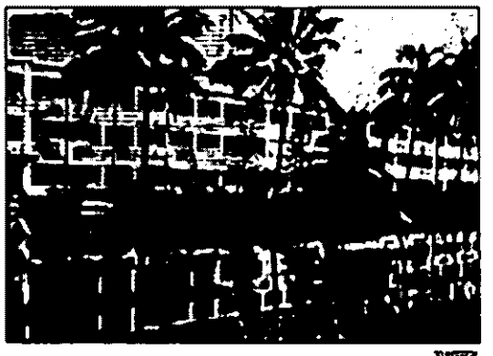

যুগান্তর

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়